আল মাওন

১০৭

নামকরণ

শেষ আযাতের শেষ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নামিলের সময়-কাল

ইবনে মায়দুইয়া ই�নে আব্বাস (রা) ও ইবনে মুহাইরের (রা) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তারা এ সূরাকে মক্কা হিসেবে গণ্য করেছেন। তাতে ও জাবেরেও এ একই উক্তি করেছেন। কিন্তু আব্বাস হাইমান বাহরুল মুর্তী গুল্মে ইবনে আব্বাস, কাতাসাহ ও মাদানিও এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এটি মাদানিসূর। আমাদের মতে, এই সূরার মধ্যে একস্থতার সাধারণ স্বাক্ষর রয়েছে যা এর মাদানিহবার প্রমাণ পেশ করে। সেটি হচ্ছে, এ সূরায় এমন সব নামাজীদেরকে ধ্যেয়ের বার্তা শুনানো। হয়েছে যারা নিজেদের নামাজে গাফিলতি করে এবং লোক দেখানো নামাজ পড়ে। এ ধরনের মুনাফিক মদানিয়া পাওয়া যেতে।

কারণ ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীরা দেখানো এমন পর্যায়ের শক্তি অর্জন করেছিল, যার ফলে বহু লোককে পরিচিতির ভাবে ইসলাম অনাধিক হয়েছিল এবং তাদের বাধা হয়ে মনাজিতে আসতে হয়। তারা নামাজের আমাদাতে শরীক হতে এবং লোক দেখানো নামাজ পড়ে। এতে তারা মুসলমানের মধ্যে গণ্য হতে চাইতো। বিপরীতপক্ষে মক্কায় লোক দেখাবার জন্য নামাজ পড়ার মতো কোন পরিবেশই ছিল না। সেখানে তো ইমানদারদের জন্য আমাদাতের সাথে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করাই দুরহ ছিল।

প্রথমে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নামাজ পড়তে হতো। কেউ প্রকাশে নামাজ পড়ে।

তারা নামাজের আমাদাতে শরীক হতে। তারা নামাজের সাধারণের পাশাপাশি দিতো। তার প্রভাব নামের সাধারণে ধককাতে।

এখানে যে ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেতে তারা লোক দেখানো ইমান অনা বা লোক দেখানো নামাজ পড়া যতক্ষণ ছিল না। বরং তারা সূর্যোদয় সারাতাহ আলাইহ ওয়া সালামকে সতি সতী হবার ব্যবস্থাটি জেনে নিয়েছিলাও এবং মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের কেউ কেউ নিজের শাসন ক্ষমতা, প্রবৃত্তি ও নীতিতে বহাল রাখার জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে পিছুঠাই হয়েছিল। আবার কেউ কেউ নিজেদের চেয়ে সামনে মুসলমানদেরকে এসব বিপদ-মুসলমানদের মধ্যে ঘেরাও দেখছিল ইসলাম গ্রহণ করে নিজেরাও তার মধ্যে ঘেরাও হবার বিপদ কিনে নিতে প্রবৃত্ত ছিল না। সূরা আনকাবুতের ১০-১১ আযাতে মক্কা যুগের মুনাফিকদের এ অবস্থায় প্রবৃত্ত হয়েছে। (আরো জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন আল আনকাবুত ১৩-১৬ টিকা)

আমাদাত
বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

আখেরাতের প্রতি ইমাম না আলে মানুষের মধ্যে কোনো ধরনের নৈতিকতা জন্য নেয় তা বর্ণনা করাই এর মূল বিষয়বস্তু। ২ ও ৩ আযাতে এমনসব কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যা প্রকাশে আখেরাতকে মিথ্যা বলে। আর শেষ চার আযাতে মেসব মুনাফিক আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান মনে হয় কিন্তু যাদের মনে আখেরাত এবং তার শৃঙ্খল-পুরুষর ও পাপ-গুণের কোন ধারণা নেই, তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

আখেরাত বিখ্যাত ছাড়া মানুষের মধ্যে একটি মজবুত শক্তিশালী ও পরিক্ষিত চরিত্র গড়ে তোলা কোনমতেই সম্ভব নয়, এ সত্তাটি মানুষের হৃদয়ের অংশের অংশকে অক্ষত করে দেয়াই হচ্ছে সামাজিকভাবে উভয় ধরনের দলের কার্যকারী বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য।
সূরা আল মাউন-মরী

১ম আয়াত

পরবর্তীতে বিশেষ করের তদ্বর্ণন

তুমি কি তাকে দেখেছো যে আখেরাতের পুরুষ ও শাক্তিকে মিথ্যা বলছো? তো তা এই অভিপ্রেত বাক্য দেখি এবং মিসাকদের স্পর্শ দিয়ে উঠিয়ে দিও। কেন বলিয়াছো যে তোমাদের নামের ব্যাপার নিজেদের নামের ব্যাপার গুঁড়িতে করে, যারা ঐ দেখানা কাজ করে। এবং মামলু প্রয়োজনের জন্য সামাজিকভাবে দিয়ে ফিক্র থাকে।

১. 'তুমি কি দেখেছো?' বলে খানে বাহিত সরঞ্জাম করা হয়েছে নবী সালাহার আলাইহি ওয়া সালাহের কি কি অন্যতম অনুমোদন দেখা যায়, এমন স্থলে সুপ্রভাব প্রত্যাক্ষ আন-বুঝি ও ক্ষের-বিবেচনা করণ করুন এ সংবাদ করা হয় থাকে। আর খানে মানে চেষ্টা দিয়ে দেখাও যা করছো তা প্রত্যাক্ষ প্রত্যক্ষকরী সাধনে দেখা নিতে পারে। আবার এর মানে জ্ঞান, বুধ্ব ও চিন্তা-ভাবনা করভ হয় থাকে। আরো ইতিমধ্যে তাত্ত্বিক কথা হয় অথবা উপায় করে, তুমি কি জ্ঞানের সে কাজ লেখার মধ্যে কথা থাকে ব্যাখ্যা ও পূর্বার্থে মিথ্যা বলে? তুমি তুমি কি ভেবে দেখেছো সেই ব্যাখ্যা অবস্থা যে কর্মফল মিথ্যা বলে?

২. আলাইহি ওয়া সালাহার দিনের পরিভাষা, ‘আলু দিন’ শব্দটি থেকে আখেরাতে কর্মফল দান দেখো। দীনের ইসলাম অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যেমন,
সাধনের দিকে যে বিশ্বয়ের আলোচনা হয়েছে তার সাথে প্রথম অংশটিতে বেশী খাপ খায় যদিও বক্তব্যের ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে দ্বিতীয় অংশটিতে খাপছাড়া নয়। ইবনে আব্দুল মাছিস (রা) দ্বিতীয় অংশটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে অবিকল তাকরের প্রথম অংশিতেই আহ্বানিক দিয়েছেন। প্রথম অংশটি গঠন করলে সমগ্র সূরার বক্তব্যের অর্থ হবে, আছে তাকরের অধিকারের আকারে মন্ত্রের মধ্যে এ ধরনের চিন্তার ও আঘাতের জন্য নেয়। আর প্রথিত অংশটি গঠন করলে নৈতিক ও রূপকে করার মূল বক্তব্যের পরিপূর্ণ হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বক্তব্যের অর্থ হবে, এ নৈতিক অধিকারকারীদের মধ্যে যে চিন্তা ও আঘাত বিচিত্রা যায় ইসলাম তার বিপরীত চিন্তা সৃষ্টি করতে চায়।

৩. বক্ত্যের মুখের উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে মনে হয়, এখানে এ প্রথ দিয়ে কথা গুলি করার উদ্দেশ্য একটি জিকেশ করা নয় যে, তুমি সেই ব্যক্তিকে দেখেছি কি না। বরং আকৃতির শাস্তি ও পুষ্করণ অধিকারীর মধ্যে মনোবৃত্তি মনুষ্যের মধ্যে কোন ধরনের চিন্তার সৃষ্টি করার মূলে তুমি নিজে-ভাবানন করার দায়িত্ব দেই এর উদ্দেশ্য।

এই সঙ্গে কোন ধরনের লোকেরা এ আকৃতিকে মিথ্যা বলে যে কথা জানার আহ্বান তার মধ্যে সৃষ্টি করাই এর লক্ষ। এতার বলে আকৃতির প্রতি ইচ্ছার আনার নৈতিক ও রূপকে মূর্তি চোখে দেখানের।

৪. আল্লাহ আল্লাহ বলা হয়েছে। এ বাক্য অন্যটি একটি সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ নেই। এর মানে হচ্ছে, “যদি তুমি না জেনে থাকে তাহলে তুমি জেনে নাও;” 

“না-ই তো সেই বাক্য” অথবা এটি এ অর্থ যে, “নিজের এ আকৃতির অধিকারের কারণে এ এমন এক ব্যক্তি বে একত্রের সম্পূর্ণ বাক্যের অধিকার নেই।

৫. মূলে যে ঐতিহ্য বলা হয়েছে এর কারণটিতে অর্থ হয়। এক, সে ঐতিহ্যের হক মেনে খাও এবং তার বাণিজ্য পরিযোজনা সম্পন্ন থেকে বেদনা করার মূলে তুমি দেখার জন্য নেই। দুই, ঐতিহ্য যদি তার কাছে সাহায্য চাইতে আসে তাহলে দায়িত্ব করার পরিবর্তে সে তাকে দিকমান দেয়। তারপর যদি সে নিজের অসাধারণ ও কাওর অসাধারণ শয়ান অনুভূতি অনুভূতি দোষক থাকার মূলে নামাজ পাঠীর যাত্রা যে তাহলে তুমি তাকে দায়িত্ব দিয়ে বেন করে দেয়। তিন, সে ঐতিহ্যের বুক জ্ঞান করে। যেমন তার ঘরেই যদি তার কোন অঙ্গিন্ত ঐতিহ্য থাকে তাহলে স্বানাত ব্যক্তির সে যত্ন করার পাঠদাও কান করার কথা থাকলে। এ কথায় শুধু করা না জরুরি তার অঙ্গিন্ত ও তীর্থরীতি শুধু করা এবং কথায় শুধু কথায় জ্ঞান এবং লাভের বাদায় ও লাভের বাদায় তার অঙ্গিন্ত অন্তর্ভুক্ত তা তার জ্ঞান করি তার জ্ঞান করিতে না। তাছাড়া এ বাক্যের মধ্যে এ অর্থ নিশ্চিত রয়েছে, যে সই ব্যক্তি মাঝে মাঝে কথায় এ কথায় জ্ঞান করে না বরং এটা অনুভূতি ও চিন্তার রীতি সে যে এটা একটা খাবার কাজ করে, এ অনুভূতি তার থেকে না। বরং এটাই নিশ্চিত বেন এ নীতি অবরুদ্ধ করে বেন থাকে। সে মনে করে, ঐতিহ্য একটি অঙ্গিন্ত ও অবসাদর জীব। কথায় তার হক মেনে দিন, তার ওপর জ্ঞান-নির্ভরতার চালায় আর্কা না সাহায্য চাইতে এলে তাকে দায়িত্ব মেনে দেব কন কষ্ট দেনই।

এ প্রসঙ্গে কেবল আবুল হাসান আল মাছিস তার “আলমুম নরওয়াহ” কিন্তে একটি অনুভূতি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনা হচ্ছে: আবু জেহেল ছিল একটি ঐতিহ্যের অপরাধী। ছেলেটি একদিন তার কাছে এলো। তার গায়ে একটুকু কাপড় ছিল না। সে কাপড় দিয়ে করতে তার বাণিজ্য সম্পাদ থেকে তাকে কিছু দিতে
বললে। কিছু জলম আঁ বেহেল তার কথায় কানই দিল না। সে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে ধাকার পর শেখে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। কুরাইশ সরদাররা দুষ্টমী করে বললো, “যা মুহাম্মদের (সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম) কাছে চলে যা। সেখানে গিয়ে তার কাছে নাশিক কর। সে আঁ বেহেলের কাছে সুপারিশ করে তার সম্পদ তোকে দেবার ব্যবস্থা করবে।” হেলোর জানতো না আঁ বেহেলের সাথে মুহাম্মদ সালালাহ আলাইহি ওয়া সালামের কি সম্পর্ক এবং এ শয়তানের তাকে কেন এ পরিমাণ দিচ্ছে। সে সোঙ্গ নবি সালালাহ আলাইহি ওয়া সালামের কাছে পৌঁছে গেলো এবং নিজের অসহ্য তার কাছে বর্ণনা করলো। তার ঘটা শুনে নবি (সা) তখনই দাড়িয়ে গেলেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের নিবৃত্ত শক্তি আঁ বেহেলের কাছে চলে গেলেন। তাকে দেখে আঁ বেহেলে তাকে অভত্যন্ত জানলে। তারপর যখন তিনি বললেন, এ হেলোর হক একে ফিরিয়ে দাও তখন সে সঙ্গে সঙ্গেই তার কথা মেনে নিল এবং তার ধন-সম্পদ এনে তার সামনে রেখে দিল। ঘটনার পরিণতি কি হয় এবং পানি কোন দিকে গড়া যায় সে দেখার জন্য কুরাইশ সরদাররা ওং পেতে বসেছিল। তারা আস্ত করছিল দুজনের মধ্যে বেশ একটা মজার কথা চমকে উঠে। কিছু এ অবস্থা দেখে তারা অবক হয়ে গেলো। তারা আঁ বেহেলের কাছে এসে তাকে ধিকার দিয়ে লাগলো। তাকে বলতে লাগলো, তুমিও নিজের ধর্ম ত্যাগ করুন। আঁ বেহেলে জানব নিদ, আল্লাহর কৃপাম। আমি নিজের ধর্ম ত্যাগ করিনি। কিছু আমি অনুভব করলাম, মুহাম্মদের (সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম) ভাইন ও বাইয়ে একটি অট্ট রয়েছে। আমি তার ইচ্ছার সামান্তত্ব বিস্মৃতচরণ করলে সেখানে সাহা আমার শরীরের মধ্যে চুক্তে যাবে। এ ঘটনায় থেকে শুধু এইতুমই জ্ঞান যায় না যে, সে যোগ আমারের সবচেয়ে সবুজ উত্তর ও মরাধাশীল গোটার বড় বড় সরদাররা পর্যত্ন এতফ্র ও সহজের লোকের সাথে কেমন ব্যবহার করতো বলে এ সঙ্গে একাধারে জানা যায় যে, রসূলালাহ সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম কত উন্নত নেতিকা চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তার নিখৃত শক্তির শুরুর ও তার এ চারিদিক প্রতিরক্ত করতুন কার্য করছে। ইতি পূর্বে তাফসীর কুরাইশ সূরা আল আরিয়া ৫ তীকায় আমি এ ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছি। নবি সালালাহ আলাইহি ওয়া সালামের মে অবরদগ নেতিক প্রতিরক্ত করলে কুরাইশ তাকে যাদুক বললো। এ ঘটনায় তাদেরই মূর্ত প্রীতি।

৬. তাফসীর মিসনের বালা হয়েছে “আল আমুল মিসন” বললে অর্থ হতো, যে মিসনকে খানা খাওয়াই বাণীর উসাহির করে না। কিন্তু “তাফসীর মিসন” বলায় এর অর্থ দাড়িয়েছে, “যে মিসনকে খানা দিতে উellig সাহির করে না।” আনা কথায়, মিসনকে যে খাবার দেয়া হয় তা দাতার খাবার নয় বরং ঐ মিসনেরই খাবার। তা ঐ মিসনের হক এবং দাতার ওপর এ হক আদায় করার দায়িত্ব বর্তায়। কারণ ঐত্য এটা মিসনকে দান করেছে না-বরং তার হক আদায় করছে। সুরা আল আরিয়ার ১৯ অধ্যায়ে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে: যেই তাদের ধন সম্পদ রয়েছে তিনি ও ব্যক্তিদের হক।
৭. যদি মনে হয় তবু কেউ করে না, নিজের পরিবারের লোকেদেরকে মিলিতকরে খাবার দিতে উদ্যোক্ত করে না এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না যে, সমাজে যেন পবিত্র ও অতীষ্ঠ লোক আহারে মারা যায় তাদের হক আদায় করা এবং তাদের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা কিছু করে।

৮. এখানে মহান আল্লাহ প্রদত্ত দুটি সুপ্রভাত উদাহরণ দিয়ে আলাদা আলোকাবর্তী অহ্বার নিজের প্রবণতা মানুষের মধ্যে কোন ধরনের নৈতিক অসংজ্ঞায়িত জন্য দেয় তা বর্ণনা করেন।

হয় তবু কেউ করে না এবং মিলিতকরে খাবার দিতে উদ্যোক্ত করে না যে, সমাজে যেন পবিত্র ও অতীষ্ঠ লোক আহারে মারা যায় তাদের হক আদায় করা এবং তাদের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা কিছু করে।

১. বলা হয়নি বলা হয়নি, তোমাদের করে যাও।

২. বলা হয়নি বলা হয়নি, তোমাদের করে যাও।
মনে হচ্ছে, তারা নিজেদের নামাযে থেকে গাফেল। নামায পড়া ও না পড়া উভয়টিরই তাদের দৃষ্টিতে কোন গরুন্ধ নেই। কখনো তারা নামায পড়ে আবার কখনো পড়ে না। যখন পড়ে, নামায়র অস্ত সময় থেকে পিছিয়ে যায় এবং সময় যখন একবারে শেষ হয়ে আসে তখন উঠে দিয়ে চারে চোকর দিয়ে আসে। অথবা নামায়র জন্য উঠে টিকি কিন্তু একবারে যেন উঠে মন চয়ন এমনভাবে যে এবং নামায পড়ে নন্য কিন্তু মনের দিক থেকে কোন সাধা পায় না। যেন কোন আপদ তাদের পথ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নামায পড়ে পড়ে নিয়ে এলা করে থাকে।

আল্লাহর আর সামান্তমত তাদের মধ্যে থাকে না। সারাত নামায়র মধ্যে তাদের এ অনুন্নত থাকে না যে, তারা নামায পড়ে। নামায়র মধ্যে কি পড়েছে তাই তাদের থেকায় থাকে না, নামায পড়ে থাকে এবং মন অন্তর পড়ে থাকে। ভাটাহা করে এমনভাবে নামায়র পড়ে নয় যাদে কিয়াম, রূকু ও সিদ্যা কোনটই টিক হয় না। কোনী কোন প্রকারে নামায পড়ের ভাল করে লত শেষ করের টেট করে। আর একে অনেক দেখ আছে, যারা কোন আরাধ্যায় টিকা পড়ে যাবার কারণে বেল্যাদায় পড়ে নামায়র পড়ে নয় কিন্তু আসলে তাদের জীবনে এ ইবাদাতকর কোন মর্যাদা নেই। নামায়র সময় এসে গেলে এটা যে নামায়র সময় এ অনুন্নতও তাদের থাকে না। মূলযুক্তরে আওয়াজ কান এলে তিনি কিসনের আহবান জানাচ্ছেন, কাকে এবং কেন জানাচ্ছেন একটি একারও তারা চিতা করে না। এই আরাদ্রতের প্রতি ইমান না থাকার আলমাত। কারণ ইসলামের এ অথাকিত দার্শনিক নামায পড়ে কোন প্রকার পাবে বলে মনে করে না এবং না পড়ে তাদের কোলে শাশ্র তোগ আছে একাধ বিশাল করে না। এ কারণে তারা এ সম্পদগত অবলম্বন করে। এ জন্য হ্যাত আনাস ইবনে মালিক (রা) ও হ্যাত আতা ইবনে সীদার বলেন: আল্লাহর শোক তিনি কী সালতিহি সাহজ বলেননি বরং বলেছেন, "আন সালতিহি সাহজ।" অথবা আমরা নামাযে ভুল করি টিকিন কিন্তু নামায থেকে গাফেল হই না। এ জন্য আমরা মুসলমানদের অতন্তুক্ত হবে না।

কোরআন মহিদের অন্যতম মুনাফিকের এ অবস্থাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

"লা যাতোক্ত সল্টো আল্লাহ ক্সালি ও বন্দোযত কিতু ও করয়েন।"

"তারা যখনই নামাযে আসে অবসাদগাতের মতো আসে এবং যখনই (আল্লাহর পথে) খরত করে অনিযোগ্যভাবে করে।" (তাওয়া ৫৪)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনতঃ

"তো সল্টো মানাফক, তো সল্টো মানাফক, তো সল্টো মানাফক। যে শরুই রহিয়েছে তিনি একটু শরুই রহিয়েছে কেন সম্ভবন্ত নয় লোকের হয়নের একালে -

"এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে আসরের সময় বলে সূর্য দেখে থাকে। এমনকি সেটা শয়তানের দুটো পিয়ের আমারারা।"
মাকবানে পৌঁছে যায়। (অর্থাৎ সূরার সময় নিকটবর্তী হয়) তখন সে উঠে চারটে ঠোকর মেরে নেয়। তাতে আল্লাহকে খুব কমই আরাম করা হয়।" বুখারি, মুসলিম, মুসনদে আহমদ।

হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াকাস (রা) থেকে তার পুত্র মুসা আবে ইবনে সাদ রেওয়ায়ত করেন, যারা নামায়ের ব্যাপারে গাফলতি করে তাদের সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্হু আস্তিত্ত্ব ও সালামকে বিখ্যাত করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, যারা গড়িমস করে বন্দুক নামায়ের সময় শেষ হয় হয় এমন অবস্থায় নামায পড়ে তারাই হচ্ছে এসব লোক। (ইবনে জারি, আবু ইয়ালা, ইবনেল মুলতাহার, ইবনে আবী হাতেম, তাবরানী ফিল আগনাত, ইবনে মালিকাত ও বাইহাকী ফিস সুনান। এ রেওয়ায়তটি হযরত সাদের নিজের উক্তি হিসেবেও উল্লিখিত হয়েছে। সে কেবল এর সন্দেহ বেশী শক্তিশালী। আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্হু আস্তিত্ব ও সালামকে হিসেবে এ রেওয়ায়তটির সন্দেহ বাইহাকী ও হাকামের দৃষ্টিকোণ দৃষ্টিকোণ) হযরত মুসা'আবের দ্বিতীয় রেওয়ায়তটি হচ্ছে, তিনি নিজের মহান পিতাকে চিন্তাকে করেন, এ আয়াতটি নিয়ে কি আমি চিন্তা-জ্ঞান করেছি? এর অর্থ কি নামায যাচাই করি? অথবা এর অর্থ নামায পড়তে পড়তে মানুষের চিন্তা অন্ত কোন দৃষ্টিকোণ হয় হয় এমন অবস্থায় তা পড়ু। (ইবনে জারি, ইবনে আবী শাইবা, আবু ইয়ালা, ইবনে-ল মুলতাহার, ইবনে মালিকাত ও বাইহাকী ফিস সুনান।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, নামাযের মধ্যে অন্য চিন্তা এসে যাওয়া এক কথা এবং নামাযের প্রতি কথার দুটি না দেয়া এবং নামায পড়তে পড়তে সেই অর্থের অর্থ বিশ্বাস করার জন্য তা দাঁড়ানো হয়। তার অবস্থায় মানবিক দুর্বলতার জন্য তো এর প্রথম অবস্থায় মানবিক দুর্বলতার বীজ যে মুমিন যখনই অনুধিষ্ঠ হয়ে যায়, তার মন নামায থেকে অন্যদিকে চলে থাকতে থাকতে তাহাতেই এ চট্টো করে আবার নামাযকে মনোনিবেশ করে। দ্বিতীয় অবস্থায় নামায গাফলতি করার পর্যায়ে চড়ে। কেননা এ অবস্থায় মানব শুধুমাত্র নামাযের ব্যাপারকে। আল্লাহকে শরণ করার কোন ইচ্ছার মনে জানা না। নামায পড়তে না দেয়া যেন নামাযকে হয় একটি মুহুর্ত তার মন আল্লাহকে প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যেহেত চিন্তা মাথায় পুরুষে সে নামাযে প্রবেশ করে তার মধ্যেই সবসময় দূরে থাকতে।

১০. এটি একটি যত্ন বাকাও হতে পারে আবার পূর্বের বাকের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। একে বলে বাকা গণ্য করলে এর অর্থ হবে, কেননা সৎকর্মের তারা অন্তর্জাতিক সর্বকল্যাণ সহকারী হলে আত্মহত্যা জন্য করতে না। বরং যা কিছু করে অন্যের দেখার করে। এভাবে তারা নিজেদের প্রশস্ত শুধুতে চায়। তারা চায়, লোকেরা তাদের সঙ্গে মন করে তাদের সংকটের ডাকা বাড়িতে। এর মাধ্যমে তারা কেন না কেনভাবে দুনিয়ার যুগান্তকরণ করে। আর আগের বাকের সাথে একে সম্পর্কিত সময় করলে এর অর্থ হবে তারা লোকেরা কাজ করে। সাধারণতার মুসলমান দ্বিতীয় অর্থকেই অপ্রত্যাশিত হয়। কারণ প্রথম নজরদারী তরে পাওয়া যায়, আগের বাকের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : "এখানে মোনাফিকদের কথা বলা হয়েছে।
যারা লোক দেখানো নামায় পড়তো। অন্য লোক সামনে থাকলে নামায় পড়তো এবং অন্য
লোক না থাকলে পড়তো না। অন্য একটি রেখায়তত্ত তার বসন্ত হচ্ছে, একাকী
থাকলে পড়তো না। অব সর্ব সমক্ষে পড়ে নিতে।” (ইবনে আরিফ, ইবনুল মুনিফ, ইবনে
আবি হাতেম, ইবনে মারুহিয়া ও বাইহাকি ফিস শু’আব) কুরআন মহান ও মুনাফিকদের
অবস্থা বর্ণনা করে বলা হচ্ছে যে-

ওয়ায়া কামাও তাঁতে সালোতে কামাও ক্রিয়া নানান নানা

"আর যখন তারা নামারের জন্য ওঠে অবসাজেরের ন্যায় ওঠে। লোকদের দেখায় এবং
আল্লাহকে ধরণ করে খুব কমই।” (আন নিসা ১৪২)

১১. মুল মাউন (মাউন) শত্র ব্যবহৃত হয়েছে। হারত আলী (র), ইবনে উবর (র),
সাইদ ইবনে জুবাইর, কাতান, বাদাম বস্তী, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া, মোহাম্মদ,
ইবনে যাহেদ, ইব্রাম, মুজাফিদ আতা ও যুদ্ধী রহমাননুর ইব্রাহিম বলেন, এখানে এই
শতাব্দী থেকে যাচাক যুদ্ধী হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা)- ইবনে মাউন (র) ইব্রাহিম
নায়ে (র) অবু মালেক (র) একটি বিখ্যাত কথা এখানে নিয়ে প্রস্তুতীয়
জিনিস-পত মুমল, হাদি-পাল্লারি, বালারি, দারুণ, দারুগর্ভ, লজ্জা, প্রণয়, আকুন,
চক্রকারী(বর্তমানে এর স্থান দখল করেছে দেয়ালাই) ইতানিয় কথা কলা হয়েছে।
কারণ লোকোর দাতাত্রী এগুলো দাতাত্রী কলার কথা পরস্পরের কাছ থেকে চৈতন্য হয়েছে।
সাইদ ইবনে জুবাইর ও মুজাফিদের একটি উক্তি এর সমর্থে পাওয়া যায়। হযরত
আলীর (রা) একটি উক্তিতেও বলা হয়েছে, এর অর্থ যাচাক হয় আবার ছোট ছোট নিয়া
প্রেমজনী জিনিস পড়ে হয়। ইবনে আবী হতেম ইক্রামা, থেকে দুশ্চিন্তা করে বলেন,
মাউনের সবচেয়ে পর্যায় হচ্ছে যাচাক এবং সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে কাউসে চৌধুরী, বালতি বা
দেয়ালাই ধার নেয়। হযরত অবদুল্লাহ ইবনে মাউন (রা) বলেন, আমাদের নবী সালাহার
আলাহীমসলামের সাহবের বলতম (কোন কোন হাদিসে আছে, নবী সালাহার আলাহী
হা সালাহের যুগল জামানায় বলতম) ৫ মাউন বলতে হাড়, কুড়াল, বালতি, দারুগর্ভ
এবং প্রতি প্রতি জিনিস অনেকে ধার দেয়া যুদ্ধ। (ইবনে আবীর, ইবনে
আবী শাইবা, আবু-দালাল, নায়ে, বাদাম, ইবনুল মুনিফ, ইবনে আবী হতেম, তাবরামি
ফিল আবদাত, ইবনে মারুহিয়া ও বাইহাকি ফিস সুনাম) সাইদ ইবনে ইব্রাহিম নাম
উল্লেখ না করেই গ্রহণ এ এক বন্ধনী রসূলাহার সালাহার আলাহী ওয়া সালাহের
সাহবিদের থেকে উঠিয়ে করেছেন। তার অর্থ হচ্ছে, তিনি বিভিন্ন সাহবী থেকে একের
ওপরে। (ইবনে আবীর ও ইবনে আবী শাইবা) দাইলাম, ইবনে আমাকির ও আবু
নুরআইম হযরত আবু হতেম একটি হাদিস উঠিয়ে করেছেন। তাঁত তিনি বলেছেন যে,
রসূলাহার সালাহার আলাহী ওয়া সালাব নিজে এ আমারের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এ
থেকে কুড়াল, বালতি এবং এ হাদিসের অন্যান জিনিস বুঝানো হয়েছে। এ হাদিসটি যদি
স্থীর হয় থাকে, তাহলে সহস্র এটি অন্য লোকের জানতেন না। তালেব এরপর
কথায় তারা এর অন্য কোন ব্যাখ্যা করতেন না।

আমাগাছা
মুলত মাউন ছোট ও সামান্য পরিমাণ জিনিসকে বলা হয়। এমন ধরনের জিনিস যা লোকদের কোন কাজে লাগে বা এর থেকে তারা ফায়ার অর্জন করতে পারে। এ অর্জন যাকাত ভোসেন। কারণ বিপুল পরিমাণ সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসেবে পরিবর্ধন সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়। আর এই সাথে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসূদ (রা) এবং তাঁর সমন্বায় লোকেরা অন্যান্য মূল্যবান প্রয়োজনীয় দ্বারা কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো মাউন। অধিকাংশ কুফসীরকারের মত, সাধারণত প্রতিবেশীরা একজন আর একজনের কাছ থেকে দৈনন্দিন মূল্যবোধ জিনিস চেয়ে নিতে থাকে সেগুলোই মাউনের অন্তরভূক। এ জিনিসগুলো অনেকের কাছ থেকে চেয়ে নেয়া কোন অপমানজনক বিষয় নয়। করণ ধনী-গোরী সবার এ জিনিসগুলো কোন না কোন সময় সরকার হয়। অবশ্য এ ধরনের জিনিস অন্যান্য দেবার ব্যাপারে কর্মকে হীন মনেভাবের পরিচালক। সাধারণত এ পর্যায়ের জিনিসগুলো অপরিচিত থেকে যায় এবং প্রতিবেশী নিজেদের কাছে সেগুলো ব্যবহার করে, কাজ শেষ হলে গেলে অবিকৃত অবস্থায় তা পরিত্যাগ দেয়। কারণ মানুষ বুঝতে পারে প্রতিবেশীর কাছে খাটিয়া বা বিহানা-বালিশ চাওয়া এ মাউনের অন্তরভূক। অথবা নিজের প্রতিবেশীর চূলায় একটি রামারাম করে নেয়ার অনুমতি চাওয়া কিংবা কেউ কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে এবং নিজের কোন মূল্যবান জিনিস অনেকের কাছে হেফাজত সহকারে রাখতে চাওয়া মাউনের পর্যায়ভুক। কাজেই এখানে আয়ত্তু তাই দৃঢ় বলতে হবে, অথবা প্রতিবেশী মানুষকে এতাদিগের সাক্ষরতা করে দেয় যে, সে অনেকের জন্য সামান্যতম ত্যাগ বীকার করতেও রাজি হয় না।

আমানারা